দৈনিক বাংলা

তারিখ 19/10/84
পৃষ্ঠা 5 কলাম 3



# শিক্ষায় পরিবেশঃ গৃহ ও বিদ্যালয়

**মুহাম্মদ আবদুল আজীজ শেখ**

শিশুমাত্রই কিছু মানসিক ক্ষমতা নিয়ে জন্মগ্রহণ করে। এই মানসিক ক্ষমতা শিশুর মধ্যে সুপ্ত অবস্থায় থাকে। কতকগুলো সুনির্দিষ্ট উপায়ে ছেলেমেয়েদের এই সুপ্ত গুণাবলীর সুষ্ঠু বিকাশ সাধন করে তাদের সমাজের উপযোগী জ্ঞান, দক্ষতা ও অভিজ্ঞতায় সমৃদ্ধ করে গড়ে তোলার চেষ্টা করা হয়। সমাজের বয়স্ক ব্যক্তিদের এই সচেতন প্রয়াসই হচ্ছে শিক্ষা।

উত্তরাধিকার সূত্রে পাওয়া মানসিক গুণাবলী ছাড়া ছেলেমেয়েদের শিক্ষার বাইরের যত রকমের শক্তি বা প্রভাব কাজ করে তার সমষ্টিই হচ্ছে পরিবেশ। শিশুর গৃহ, বিদ্যালয়, সমাজ, পারিপার্শ্বিকতা প্রভৃতি তার জীবনে যে প্রভাব বিস্তার করে সে-সবই তার পরিবেশের আওতাভুক্ত; আর এসবের মধ্যে শিশুর জীবন গঠনে সবচেয়ে বেশি প্রভাব বিস্তার করে তার গৃহ ও বিদ্যালয়।

যেসব জ্ঞান, অভিজ্ঞতা, দক্ষতা, দৃষ্টিভঙ্গী ও অন্যান্য চারিত্রিক গুণাবলী সমাজে বিশেষ প্রয়োজনীয় বলে বিবেচিত হয়ে এসেছে সে-সবই পরিকল্পিতভাবে ভবিষ্যৎ বংশধরদের মধ্যে সঞ্চারিত করার উদ্দেশ্যেই বিদ্যালয়ের সৃষ্টি। উপরোক্ত জ্ঞান, অভিজ্ঞতা ইত্যাদি কালক্রমে বিশেষ বিশেষ বিষয়ের রূপ নিয়ে স্কুলে পঠন-পাঠনের জন্য নির্ধারিত হয়েছে। বিদ্যালয়ের প্রধান কাজ হচ্ছে পরিকল্পিত উপায়ে এ-সবের শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করা।

বাস্তব কারণেই, বিদ্যালয়কেই ছেলেমেয়েদের শিক্ষার একমাত্র স্থান বলে অনেকে মনে করেন। শিশুর শিক্ষায় বিদ্যালয়ের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সন্দেহ নেই। কিন্তু মনে রাখা দরকার যে তার সর্বাঙ্গীন বিকাশের জন্যে কেবলমাত্র বিদ্যালয় যথেষ্ট নয়। শিশু যে পরিবারে জন্মগ্রহণ করে এবং লালিত পালিত হয় সেই পরিবারের প্রভাব তার জীবন গঠনে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। বিদ্যালয়ের বৃহত্তর পরিবেশের সাথে পরিচিত হওয়ার আগে গৃহই হচ্ছে শিশুর একমাত্র সামাজিক পরিমণ্ডল। জীবনের এই সময়ে শিশু খুব সহজেই প্রভাবিত হয়। পরবর্তী সময়ে বিদ্যালয়ে ভর্তি হয়ে ছেলেমেয়েরা ক্রমশঃ বাইরের জগতের সঙ্গে পরিচিত হতে থাকে বটে, কিন্তু তা সত্ত্বেও দীর্ঘদিন পরিবারই তার পরিবেশের কেন্দ্রবিন্দু। নির্ধারিত কর্মসূচী অনুযায়ী ছাত্রদের মধ্যে জ্ঞান, দক্ষতা, অভিজ্ঞতা প্রভৃতি সঞ্চারিত করাই বিদ্যালয়ের মুখ্য কাজ, সন্দেহ নেই, কিন্তু বিভিন্ন মানবিক গুণাবলী বিকাশের জন্যে গৃহই উপযুক্ত স্থান। গৃহে পিতামাতা ও অন্যান্য পরিজনদের কথাবার্তা চাল-চলন, আচার ব্যবহার, ধর্মসংস্কার ইত্যাদি শিশুর উপর গভীর প্রভাব বিস্তার করে এবং শিশুর কোমল মনে দীর্ঘস্থায়ী ছাপ ফেলে। এভাবে গৃহেই শিশুর ব্যক্তি সত্তার ভিত্তি স্থাপিত হয়।

গৃহ ও বিদ্যালয়ের পরিবেশের মধ্যে পরিপূর্ণ সুমঞ্জস্য থাকা একান্ত প্রয়োজন। তার দৈনন্দিন জীবনের এক-চতুর্থাংশেরও কম সময় শিশু বিদ্যালয়ে অবস্থান করে। বাকী সময় অতিবাহিত হয় প্রধানত গৃহে। স্বাভাবিক কারণেই শিশুর উপর শিক্ষকের প্রভাবের চাইতে পিতামাতার প্রভাব বেশি কার্যকর। সদা সত্য কথা বলা, স্বার্থপর না হওয়া, চুরি না করা, নিয়মানুবর্তী হওয়া, ধৈর্যশীল ও সহিষ্ণু হওয়া, পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকা প্রভৃতি বিভিন্ন বিষয় বিদ্যালয়ে শিশু প্রতিনিয়ত শিক্ষা পায়। অথচ বাড়িতে সে যখন দেখে তার পিতামাতা, ভাইবোন মিথ্যা কথা বলে, কোন কোন ব্যাপারে স্বার্থপরতার পরিচয় দেয়, চুরি ও দুর্নীতিকে প্রশ্রয় দেয়, সব সময় নিয়মানুবর্তী হয় না, নিজ নিজ দায়িত্ব পালনে সচেতন হয় না, পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকে না, মাঝে মাঝে কলহ-বিবাদ করে, এবং পরস্পরের প্রতি সহানুভূতিশীল নয়, তখন এ-ধরনের বিপরীতমুখী পরিবেশে উভয় সংকটে পড়ে শিশু অসহায় বোধ করে। ফলে বিদ্যালয়ের শিক্ষা শিশুর জীবনে কার্যকরী হতে পারে না। বাড়ির পরিবেশ থেকে পাওয়া শিক্ষা আর বিদ্যালয়ে অর্জিত শিক্ষার মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান না করতে পারলে শিক্ষা কোনক্রমেই ছেলেমেয়েদের জীবনে ফলপ্রসূ হয় না। সুতরাং গৃহের পরিবেশকে বিদ্যালয়ের পরিবেশের সমপর্যায়ে উন্নীত করতে হবে, ছেলেমেয়েরা বিদ্যালয়ে যা শেখে বাড়িতে যেন তার প্রতিফলন ঘটে এবং বাড়িতে যা শেখে বিদ্যালয়ে যেন তা প্রত্যক্ষ করে।

গৃহ ও বিদ্যালয়ের মধ্যে অর্থাৎ অভিভাবক ও শিক্ষকমণ্ডলীর মধ্যে পরিপূর্ণ সহযোগিতা থাকা বাঞ্ছনীয়। ছেলেমেয়েদের বিদ্যালয়ে ভর্তি করিয়ে দিলেই অভিভাবকের কর্তব্য শেষ হয়ে যায় না। তাদের অগ্রগতির লক্ষ্যে তাঁর সক্রিয় সহযোগিতা ও গঠনমূলক দৃষ্টিভঙ্গী একান্ত প্রয়োজন। শিক্ষক ও অভিভাবকের মধ্যে উত্তম সম্পর্ক বজায় থাকা প্রতিটি শিক্ষার্থীই তা আন্তরিকভাবে কামনা করে। সে কামনা করে তার শিক্ষক ও অভিভাবক একই মত ও পথের সমর্থক হবেন। বলা বাহুল্য, উভয়ের মধ্যে সু-সম্পর্ক ছাত্রের সুস্থ ও স্বাভাবিক বিকাশের পথে বিশেষ সহায়ক। পক্ষান্তরে, শিশুর গৃহ ও বিদ্যালয়ের জীবনের মধ্যে পরিপূর্ণ ঐক্যের অভাবে শিশুর জীবনে অপূরণীয় ক্ষতি সাধিত হয়।

শিশুর শিক্ষায় গৃহ ও বিদ্যালয়কে তাদের নিজ নিজ দায়িত্ব নিষ্ঠার সাথে পালন করতে হবে। একে অপরের কাজে কখনই হস্তক্ষেপ করবে না। তবে শিক্ষাকে পূর্ণতা দান করার লক্ষ্যে জ্ঞানী পিতামাতা ও দায়িত্বশীল শিক্ষক অবশ্যই পরস্পরের প্রচেষ্টাকে সমর্থন দেবেন। শিক্ষকের প্রকৃত উদ্দেশ্য জ্ঞান অর্জনে ছাত্রকে সহায়তা করা। তাঁর এ উদ্দেশ্য সাধনে পিতামাতার আন্তরিক সহযোগিতা একান্তভাবে কাম্য। শিক্ষককে এ সত্য উপলব্ধি করতে হবে যে শিশুর ব্যক্তিগত ক্ষমতা ও প্রবণতা সম্পর্কে তাঁর চাইতে অভিভাবকেরই বেশী জ্ঞান থাকার কথা। অন্যদিকে বুদ্ধিমান অভিভাবককে বিদ্যালয়ের সীমাবদ্ধতা সম্পর্কে অবশ্যই সহানুভূতিশীল হতে হবে। অভিভাবক ও শিক্ষকের মধ্যে ঘনিষ্ঠতার ফলে উভয় পরিবেশের বৈপরীত্য হ্রাস পাবে এবং অভিভাবক বিদ্যালয়ের কর্মসূচীর যৌক্তিকতা খুঁজে পাবেন।

বিদ্যালয়ের প্রতি যথোচিত সম্মান ও শ্রদ্ধা প্রদর্শন করা অভিভাবকদের অবশ্য কর্তব্য। অভিভাবকদের বিশ্বাস করতে হবে যে ছেলেমেয়েদের শিক্ষালাভের পক্ষে বিদ্যালয় এটি অপরিহার্য প্রতিষ্ঠান। বিদ্যালয়ে ছেলেমেয়েরা সমবয়সীদের সঙ্গে মিশে এমন সব গুণ অর্জন করে যা বাড়িতে কোনক্রমেই লাভ করা সম্ভব নয়। গৃহে রেখে ছেলেমেয়েদের সব রকমের শিক্ষাদানের সামর্থ্য থাকলেও বিত্তবানদের পক্ষেও বিদ্যালয়ে ছেলেমেয়ে না পাঠিয়ে উপায় নেই। কাজেই বিদ্যালয়ে সন্তান পাঠিয়ে তার প্রতি বিরূপ মনোভাব পোষণ বা অসহযোগিতার ভাব প্রকাশ করা নিতান্তই অবিবেচনার কাজ। অভিভাবক যত বিত্ত বিদ্যা বা পদমর্যাদার অধিকারীই হোন না কেন শিক্ষক বা শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের প্রতি যথোচিত মর্যাদা, সম্মান ও শিষ্টাচার প্রদর্শন করা তাদের সন্তানদের স্বার্থেই একান্তভাবে প্রয়োজন।

পিতামাতার মনোবৃত্তির প্রভাব ছেলেমেয়েদের জীবনে এত বেশী প্রতিফলিত হয় যে এর প্রতিক্রিয়া তার ক্রিয়াকলাপে ধরা পড়বেই। কাজেই সন্তানের সঙ্গে অথবা তার উপস্থিতিতে—শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান বা শিক্ষক সম্পর্কে কোন বিরূপ মনোভাব বা ক্ষতিকর মন্তব্য প্রকাশ করা অথবা প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে অবহেলা প্রদর্শন করা পিতামাতার পক্ষে অনুচিত। বিদ্যালয় হচ্ছে জ্ঞান সাধনার পবিত্র কেন্দ্র। সেই কেন্দ্রস্থলে যাঁরা অধিবাস করেন তাঁদের অর্থাৎ শিক্ষকদের প্রতি পরিপূর্ণ বিশ্বাস ও শ্রদ্ধাবোধ না থাকলে ছাত্রের জ্ঞান অর্জনের সফলতা আসতে পারে না—একথা প্রমাণিত সত্য।

আগেই বলেছি শিশুর জীবনকে সবচেয়ে বেশী প্রভাবিত করতে পারে তার গৃহ আর বিদ্যালয়। কাজেই গৃহ ও বিদ্যালয়ের লক্ষ্য, কর্মধারা [illegible] ব্যবস্থাপনাকে এক-সূত্রে [illegible] ছেলেমেয়েদের শিক্ষাদানের কাজে অগ্রসর হওয়া অভিভাবক, শিক্ষক তথা সংশ্লিষ্ট সবার একান্ত কর্তব্য।

দৈনিক বাংলা

তারিখ 19/10/84
পৃষ্ঠা 5 কলাম 3